NO	Holes	Holes from center of Galaxy	Gravity. G (Knife edge A) Time for 20 vibrations t_1 (sec)	t_2 (sec)	$t = \frac{t_1+t_2}{2}$ sec	Time periods $T = \frac{t}{20}$ sec	Gravity. G (knif edge B) Time for 20 vibration t_1 (sec)	t_2 (sec)	$t = \frac{t_1+t_2}{2}$	Time periods $T = \frac{t}{20}$ sec
1										
2										
3										
4										

* ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার নামে দেশে এক নতুন ধরনের স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের সঙ্গে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারী কর্মকর্তাদের জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা। নিচের দিক থেকে ৫ স্তরগুলো ছিল

(i) ইউনিয়ন কাউন্সিল
(ii) থানা "
(iii) জেলা "
(iv) বিভাগীয় "

মৌলিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধাপ আলোচনা কর।

(১) ইউনিয়ন কাউন্সিল: কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হতো। ১০-১৫ হাজার জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সীমানা নির্ধারিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সর্বনিম্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয়। তার মধ্যে চেয়ারম্যান ২ জন সদস্য

সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের তিনটি স্তরে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ২২০০–২৫০০ জন গণতন্ত্র ব্যবস্থার ভোটদাতার প্রতিনিধি হিসেবে একজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। এই নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরাই মৌলিক উদ্দেশ্য কাঠামো গণতন্ত্রী বা সংক্ষেপে B.D member নামে পরিচিত হয়। উভয় প্রদেশ থেকে ৪০ করে ৮০ জন করে পাকিস্থানে মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে স্ত্রী সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরাই প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটে পরিণত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল ইউনিয়নের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। গ্রাম পুলিশ এর সাহায্যে ইউনিয়নের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ছোটখাট ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি করা, এবং নিজস্ব কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের উপর বিভিন্ন ট্যাক্স আরোপ ও তা আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে।

থানা কাউন্সিল: ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরবর্তী ধাপ ছিল থানা কাউন্সিল। থানার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সমসংখ্যক থানার কার্যালয়ে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে থানা কাউন্সিল গঠিত হয়। মহকুমা প্রশাসক থানা কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে অধিষ্ঠান করেন। থানার সার্কেল অফিসার পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সভাপতি হয়। তিনি মহকুমা প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে থানা কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করে। থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাউন্সিলের কার্যের সমন্বয় সাধনই ছিল থানা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা আয়ুব খানের অভিনব সৃষ্টি। এই ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে এমন এক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় যার দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। বাস্তবে আয়ুব খাঁ-র উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান পর্যায়ে তার সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টি করা আয়ুব সমর্থন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীরা গ্রাম এলাকায় নতুন রাজনৈতিক হিসেবে গড়ে উঠে আয়ুব খাঁ স্বার্থরক্ষার ~~জন্য~~ করতেন। সরকার সরকারের আনুকূল্য ও দৃষ্টিপোষকতার লাভ করায় মাধ্যমে সরকারের নির্বাচন থেকে সরকারের কার্যকাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ভোটাধিকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের দেওয়া হয়। ফলে জনগণ সেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে জাতীয় রাজনীতিতে দেশের জনগণের ভূমিকা হীন। পুরো মৌলিক সংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপর সরকারের নির্ভর ও সুবিধা সাধনের প্রতিফলিত হয়। ফলে নির্বাচনে সরকার প্রার্থীর জয়লাভ সহজ হয়।

SI NO	NO of Holes
1	
2	
3	
4	

জেলা কাউন্সিল: আগের কাউন্সিলের আকার ছিল জেলার কাউন্সিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল সর্বাধিক ৪০ জন। তার অর্ধেক সদস্য ছিল জেলার পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা অর্ধেক ছিল বেসরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যদের অন্তত অর্ধেক জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন। ডেপুটি কমিশনার জেলার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করতেন। জেলার কাউন্সিলের বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক এই দুই ধরনের দায়িত্ব ছিল। মৌলিক গণতন্ত্র অর্ডার এর ৫ম অনুচ্ছেদে বাধ্যতামূলক কাজ এবং ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে ঐচ্ছিক কাজের বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে। বাধ্যতামূলক দায়িত্বের মধ্যে আছে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রাস্তাঘাট কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

বিভাগীয় কাউন্সিল: বিভাগীয় কাউন্সিল মৌলিক গণতন্ত্র কাঠামোর সর্বোচ্চ ধাপ। এর মোট সদস্য সংখ্যা ৫৬ জন। মোট সদস্যের অর্ধেক ছিলেন সরকারি সদস্য বিভাগের অন্তর্গত জেলার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তরের প্রধানরা বা ছিলেন সরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যের অন্তত অর্ধেক বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থেকে নির্বাচিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে বিভাগীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন। বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলার কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল বিভাগীয় কাউন্সিলের কাজ।